০৫-১২-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য বাবার সাথে সদা সত্যতা রক্ষা করো , বাবাকে সত্য কথা না বললে পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে । "

প্রশ্ন :- রুদ্র যজ্ঞের রক্ষক সত্যিকারের ব্রাহ্মণদের চিহ্ন কি এবং তাদের ধারণা শোনাও ?

উত্তর :- যজ্ঞের রক্ষাকারী ব্রাহ্মণরা কখনো কোনো উল্টো কর্ম করতে পারবে না । তারা দেহী - অভিমানী হয়ে প্রথমে নিজেদের রক্ষা করবে । তাদের মধ্যে রাবণের কোনো অংশ বা ভূত থাকবে না। তাদের ব্যবহার খুবই মিষ্টি হবে । বাবার সঙ্গে তারা সর্বদা সত্যতা বজায় রাখবে । কোনো আসুরী মানুষ যদি ভুলও করে , তাহলেও তাদের ওপর ক্রোধ করবে না । প্রতি কর্মে বাবার নিদর্শন রাখবে।

গীত :- যে পিয়ার সঙ্গে আছে .....

ওম্ শান্তি । যারা পিয়া অর্থাত্ বাবার সঙ্গে আছে - সেইসব ভাই এবং বোনেরা , একে অপরকে সাহায্য করে থাকে । অন্য কোনো সেন্টারে তো এমন হয় না । এখানেই এমন নিয়ম । যতক্ষণ পর্যন্ত না বাপদাদা আসেন ততক্ষণ পর্যন্ত একজন অপরজনকে বাপদাদার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগানোয় সাহায্য করার জন্য যোগে বসে । তারা নিজেরাও যোগে বসে এবং অন্যকেও ইশারার দ্বারা যোগে বসতে সাহায্য করে । তারা বলে , আমরাও বাবার স্মরণে বসেছি , তোমরাও বসো । বাচ্চারা জানে যে শিববাবাকে স্মরণ করলে আমাদের বিকর্ম ভস্ম হবে । তোমাদের একজনকে অন্যজনকে সাহায্য করতে হবে । যারা সামনে বসে তাদেরও সেই সময় স্মরণে থাকতেই হবে । এমন নয় যে ছাত্রদের বললো তোমরা বাবার স্মরণে বসো আর শিক্ষকের বুদ্ধিই এদিক ওদিক সম্বন্ধীদের মধ্যে ঘুরতে থাকলো । এতো শোভা পায় না । যাতে শিক্ষকের উপর দোষ না পড়ে তাই প্রথমেই নিজের বুদ্ধিকে এই অবস্থায় রাখতে হবে । আমরা বাবাকে স্মরণ করছি বিকর্ম বিনাশ করার জন্য । এতে কিছু বলারও দরকার পরে না । তোমাদের বুদ্ধিতে তোমরা বুঝতে পারো যে -বাইরের দুনিয়ায় থাকা মানুষদের মধ্যে তাদের জাগতিক কর্ম , মিত্র - সম্বন্ধী , গুরু - গোঁসাই ইত্যাদির অশান্তি চলতেই থাকে । বুদ্ধিও সেখানেই চলে যায় । এখানে তো তোমাদের কোনো জাগতিক ব্যবসা নেই । এখানে তোমরা বাবাকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করতে পারো , যত সম্ভব বাবাকে স্মরণ করা উচিত । যদি মিত্র - সম্বন্ধীদের স্মরণ আসে , বুদ্ধি এদিক ওদিক গেলে দণ্ড খেতে হবে । যারা যোগে না থাকে তারা বায়ুমন্ডলকে অশুদ্ধ করে দেয় । সবাই তো আর বাবার স্মরণে থাকে না । কেউ কেউ কখনো সত্যিকথা বাবাকে বলে না যে আমাদের যোগ লাগে না , অন্য মানুষদের কথা মনে এসে যায় । সত্যিকারের বাচ্চারা বাবার কাছে এসে চট্ করে এই কথা শোনায় যে আমাদের দ্বারা এই পাপ হয়ে গেছে । অমুকের ওপর রাগ করেছি , তাকে মেরেছি । অনেক বাচ্চারাতো সত্যি কথা কখনো বলে না। তখন এই অভ্যাস আরো গভীরভাবে হয়ে যায় । অনেক বিকর্ম হতে থাকে । আগে মাম্মা কাছারি করাতেন । তিনি জিজ্ঞেস করতেন , তোমরা কেউ কোনো বিকর্ম করেছো কি ? এ তো বাবা বোঝান যে সত্যি কথা না বললে দণ্ড খেতে হবে । লাভের বদলে লোকসান হয়ে যাবে । সত্যতা রেখে খুব অল্পজনই চলে , যারা এই সত্য বাবার সেবায় সত্যতা রেখে চলে । যে কোনো মানুষকে বাবার পরিচয় দেওয়া খুবই সহজ । কিন্তু প্রদর্শনী ইত্যাদিতে এতো লোক আসে তার মধ্যে খুব অল্প লোকই বুঝতে পারে । কেবল ভুল ধারণা দূর হয়ে যায় । তার মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে তাদের বুদ্ধিতে

এই কথা বসবে । বাকি আসুরী সম্প্রদায় বুঝবেই না । এই সঙ্গম যুগেই একদিকে আসুরী সম্প্রদায় আর একদিকে দৈবী সম্প্রদায় । তোমরা এখন দৈবী গুণ ধারণ করে দৈবী সম্প্রদায় তৈরী হচ্ছো । এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আর অন্যরা হলো শূদ্র সম্প্রদায় । এই সব রহস্য তোমরাই জানো। তোমরা ৮৪ জন্মের চক্র শেষ করেছো । এখন আবার চক্র নতুন করে ঘুরবে । এখন এই চক্র শেষ হতে চলেছে এরপর তোমাদের এখান থেকে ওপরে যেতে হবে । বাকি ছবি দেখে অনেকেই কিছু বোঝে না তাই বাবা বলেন এরা হলো আসুরী সম্প্রদায় , পাথরতুল্য বুদ্ধি । এইসব নাম নাটকে নিহিত আছে । বাবা বোঝান যে , আমি গরীবের ভগবান । গরীবরাই দান গ্রহণ করে । এখানেও গরীবরাই আসবে । তাদেরই তোলার চেষ্টা করো । যেমন কুরুক্ষেত্রে লক্ষণ বাচ্চা , তার এই সেবার অনেক শখ । যত সময় পাওয়া যায় গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রজেক্টার দিয়ে এই সেবা করে । আগে থেকেই সে জানিয়ে দেয় যে আমি আপনাদের এই পৃথিবীর ইতিহাস এবং ভূগোল প্রজেক্টার দিয়ে বোঝাবো । বাবা বোঝান যে এক একটি ছবি ধরে খুব ভালো করে বোঝাও যে পরম পিতা পরমাত্মা হলেন বেহদের বাবা , তাঁর জন্ম এই ভারতেই হয় । শিব জয়ন্তী এই ভারতেই পালন করা হয় । বাবা এই ভারতে এসেই ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপন করেন । ত্রিমূর্তির চিত্র একনম্বর । এর সামান্যতম জ্ঞানও কারোর নেই । ত্রিমূর্তি নামে একটা বড় বাড়ী আছে , তাই তোমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে যে ত্রিমুর্তি নাম কেন রাখা হয়েছে । ত্রিমূর্তি কারা ? তোমরা পেপারেও দিতে পারো যে ত্রিমূর্তিতে কার কার স্মরণ করা হয় ? রাস্তার নাম রাখার জন্যও কোনো কমিটি থাকে । কিন্তু ভারতবাসী যাঁর পুজো করে তাঁর কাজ সম্বন্ধেই জানে না । না হলে নিজেদের দেবী দেবতা ধর্মেরই বলতো । কিন্তু যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিল , তখন থেকে নিজেদের হিন্দু বলতে শুরু করেছিলো আর ভারত খণ্ডকে বদলে হিন্দুস্থান খণ্ড করে দিয়েছিলো । রাবণ রাজ্যের সময় থেকে হিন্দুস্থান নাম শুরু হয়েছিলো । এখন এই কথা যখন কারোর সময় হবে তখন সে বুঝবে । তারাই সময় এবং সুযোগ পাবে যারা দেবতা হবে । তারাই এখানে আসতে থাকবে । তাদেরই অস্থিমজ্জা এখন নরম করা শুরু হয়েছে । জ্ঞান আর যোগ অগ্নির দ্বারাই পাথর তুল্য বুদ্ধিদের নরম করা হয় । প্রদর্শনীতে খুব ভালো করে বোঝালে এরা নরম হতে থাকে । কেউ কেউ তো এমন থাকে যেন সম্পূর্ণ পাথর , তাদের বারুদ ছাড়া শোধরানো যায় না । তোমাদের তো পরিশ্রম করতেই হবে । শেষের দিকে কাউকে তো থাকতেই হবে । কেবলমাত্র যারা নির্ভয় , যাদের বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথেই থাকবে , তারাই থেকে যাবে । অনেকেরই এই ভয়ের রোগ থাকে । রাত্রে বাবা শিব কুমারকে বলছিলেন, তুমি তো বাবার থেকেও নির্ভীক । গরুকে দেখেও ভয় পাও না । গরু তার মালিক ছাড়া আর কাউকেই কাছে আসতে দেয় না । এখন মানুষের বুদ্ধিও পশুর তুল্য হয়ে গেছে তাই তাদের বানর সম্প্রদায় বলা হয় । নারদও তো মানুষই ছিল । তবুও তাকে বলা হয়েছিল, আয়নায় নিজের মুখ দেখো । তোমার মধ্যে আসুরী গুণ আছে । এক নম্বরে হল দেহ - অভিমান । ভগবান নিজেই বলেছেন - এরা হলো বানর সেনা । শাস্ত্রে লেখা আছে - সীতা চুরি হয়েছিলো , তখন বানর সেনা নেওয়া হয়েছিলো । এখন রাবণ তো কোথাও নেই । দশ মাথাওয়ালা রাবণ সীতাকে কিভাবে নিয়ে যাবে ? এ খুবই আশ্চর্য লাগে । এমন কিছু পাথর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছে যারা এগুলোকেই সত্যি - সত্যি বলতে থাকে । বানর সেনাই বা কোথা থেকে আসবে । এখন এই কথা সিদ্ধ হয়ে গেছে যে এই কলিযুগী মানুষই বানর তুল্য । বাবা এসেই আবার তাদের দেবতা বানান । তোমরা সকলকেই বোঝাও যে ভারত একদিন কি ছিলো । বাবা এসেই পতিত মানুষকে পবিত্র বানিয়েছিলেন । তাই বাবা বলেন যে এরাই কংস ,জরাসন্ধ এবং শিশুপাল । এই মানুষদের কার্যকলাপ ওদেরই মতো । এ সকল কথাই এই সঙ্গম যুগের । বাবার বোঝানো আর শাস্ত্রের মধ্যে কতো রাত - দিনের তফাত । যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিলো

তখন থেকেই মানুষ নিজেদের হিন্দু বলতে শুরু করেছিলো । জগন্নাথের মন্দিরও আছে । যখন দেবতারা বাম মার্গে গিয়েছিলো , তখনই হিন্দুস্থান নাম রাখা হয়েছিলো । সবাই হিন্দু - হিন্দু বলতে থাকে । তাদের জিজ্ঞেস করো যে হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছিলো তখন তারা বলতেই পারবে না । লক্ষ্মী - নারায়ণকে কেউ হিন্দু বলেই না । তাঁরা তো দেবী - দেবতাই ছিলেন । মিষ্টি -মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চারা , তোমরা তো এখন তোমাদের পিয়ার সাথে আছো । তোমরা প্রত্যক্ষভাবে বাবার বর্সা বা সম্পত্তি পাচ্ছো । তাই তোমাদের কতটা ভালো হওয়া চাই । এ হলো শিববাবার রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে এই যজ্ঞের রক্ষক । ব্রাহ্মণরাই এই যজ্ঞের রক্ষা করে আর ব্রাহ্মণরা যতক্ষন সময় এই যজ্ঞ রক্ষা করে ততক্ষণ তারা পতিত হয় না । এতো অনেক ভারী যজ্ঞ । ব্রাহ্মণরা কখনোই পতিত হয় না । অনেকে বাবাকে লিখে জানায় , বাবা মুখ কালো করে ফেলেছি । আরে , এ হলো শিববাবার যজ্ঞ । সেখানে সমস্ত ব্রাহ্মণরা, যারা যজ্ঞের রক্ষক তারা উল্টো কাজ করতেই পারে না । তাদের তো সম্পূর্ণ দেহী - অভিমানী থাকতে হবে । কোনো বিকার থাকতেই পারবে না । নিজেদের রক্ষা করতে হবে । নাহলে বুঝতে হবে এরা বাঁদর - বাঁদরী । এরা অনেক পাপের ভাগীদার হয়ে যাবে । ব্রাহ্মণ হয়ে কোনো পাপ কর্ম করলে তার দণ্ডও অনেক ভারী হবে । বলা হয় - এ হলো পূর্ব কর্মের ভোগ । এখন তো বাবা তোমাদের কর্মাতীত বানাচ্ছেন । তাই কোনো বিকর্ম করো না । ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোনরকম ভুত থাকা উচিত নয় । না হলে রাবণের অংশ হয়ে যাবে । না হবে এদিকের না ওদিকের । এ তো শিববাবার যজ্ঞ তাই না । কোনো পাপ কর্ম করলে ধর্মরাজের থেকে অনেক দণ্ড খেতে হবে । যদি এই যজ্ঞে কোনো অপবিত্র কাজ করো তাহলে অনেক দণ্ড ভোগ করতে হবে । খুবই মিষ্টি হতে হবে । যদিও আসুরী মানুষ কিছু কিছু ভুল করতেই থাকবো কিন্তু তোমাদের বাচ্চাদের কখনোই ক্রোধ আনা চলবে না । সত্যিকারের ব্রাহ্মণদের অনেক সত্যতা রাখতে হবে । যে কেউ এলেই তাদের পথ দেখাতে হবে । বাবা বলেন আমি যদি ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতেও কেউ সামনে এলে তাকে বোঝাতে পারি । বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । এইকথা যেকোনো কাউকেই তোমরা বোঝাতে পারো । কিন্তু তার আগে নিজেদের মধ্যে সেই গুণ রাখা চাই । যে কোনো ধরনের খারাপ কাজ করা উচিত নয় । নাহলে অনেক সাজা খেতে হবে । মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে । এ হলো মহাভারী মহাভারতের লড়াই । বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন নতুন দুনিয়ার জন্য । পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে । এইসব তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো । কিন্তু প্রথমে নিজেকে অপগুণ মুক্ত করলেই সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে পারবে । যজ্ঞের ব্রাহ্মণদের তো এই যজ্ঞের রক্ষা খুব ভালোভাবে করতে হবে । খুবই মিষ্টি হতে হবো যে কোনো লোক দেখলেই যেন বলে এর মধ্যে কোনো দেহ - অভিমানই নেই । অতিথিদের তো সবসময় খাতির করা হয় । সুপুত্র বাচ্চারা বাবার পরিচয় দেবার জন্য অনেক খাতির করবে । বাবার অনেক বাচ্চা , সবাইকেই বোঝাতে থাকে । বাবা এই ভারতেই এই বেহদের যজ্ঞ রচনা করেছেন । তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই বিশ্বের মালিক হবে । পরিশ্রম তো করতেই হবে । পবিত্রতার ওপর কতো ঝগড়া হয় । স্ত্রী যদি জ্ঞানে থাকে আর পুরুষ না থাকে তাহলে তো অবশ্যই ঝগড়া হবে । তোমাদের বাচ্চাদের তো খুশীতে নাচ করা উচিত । কিন্তু এ সবই হলো গুপ্ত । আত্মা তো সুখ অনুভব করে । আমরা ভবিষ্যতে এই বিশ্বের মালিক হতে পারি । এখানে যারা থাকে তাদের পক্ষে তো খুবই সহজ । এখানে তো কোনো জাগতিক কাজকর্ম থাকে না । তোমাদের ব্যবহারে খুবই মিষ্টতা আনতে হবোভূতনাথ হলে এই বিশ্বের মালিক কিভাবে হবে । নিজের এই কামানোকে তো দাগ লাগিয়ে দাও । এই ভূতকে একদম ভাগাতে হবে । সুপুত্র বাচ্চাদের কাজই হলো সাবধান থাকা । আমরা কখনোই বাবার নাম বদনাম করবো না । ভূত যখন প্রবেশ করে তখন তারা বুঝতেই পারে না যে আমাদের

মধ্যে ভূত আছে । পাঁচ বিকারকে ভূত বলা হয় । ওই দুনিয়া হলো নিষ্পাপ দুনিয়া , আর এই দুনিয়া হলো বিকারী পাপের দুনিয়া । তাও মানুষ কিছুই মানে না । অনেক মত – মতান্তর আছে । এই নাটকের নিয়ম অনুসারে বাবা এসেই এক মত বলেন । এও কেউ জানে না । কেবল বলতে থাকে এক মত হওয়া চাই । আরে যখন অনেক ধর্ম , অনেক মত আছে তখন এক মত কি করে হবে । স্বর্গেই এক ধর্ম আর এক মত ছিলো । কোনো মানুষ কি একাই স্বর্গ স্থাপন করতে পারে ? পারে না। এ কতো আশ্চর্য্যের কথা । কেউ যদি সবসময় বিচার সাগর মন্থন করে তাহলে ভূত প্রবেশ করতে পারবে না । কোনো ভূতের প্রবেশ ঘটলে মুখের আকৃতিই বদলে যায় । কোনো একজনকে মানুষ থেকে দেবতা বানিয়ে দেখাও । এই হলো তোমাদের উদ্দেশ্য । মালী যদি ভালো ভালো ফুলের কলম লাগিয়ে বড় বাগান বানায় তাহলে সেই বাগানের মালিক অবশ্যই এসে তা দেখবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো ভূতরূপী বিকারের বশীভূত হয়ে নিজের কামাইকে কমানো যাবে না । এই বিকারের ভূতকে বের করে সুপুত্র হতে হবে ।

২) বাবা তোমাদের বিকর্মজীত বানাতে এসেছেন , তাই কোনোরকমের বিকর্ম করবে না । তোমাদের ব্যবহার খুবই মিষ্টি করতে হবে । সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । সবসময় নির্ভয় থাকতে হবে ।

বরদান :- বিস্তারকে সারে এনে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি বানিয়ে বাবার মতো লাইট এবং মাইট হাউস হও ।

বাবার মতো লাইট এবং মাইট হাউস হওয়ার জন্য কোনো বিষয় যদি দেখো বা শোনো তাহলে তার সারকে জেনে এক সেকেন্ডে তাকে ছোটো করা বা পরিবর্তন করার অভ্যাস করো । কেন বা কি–এর বিস্তারে যেও না , কেননা যে কোনো বিষয়ের বিস্তারে গেলে সময় এবং শক্তি ব্যর্থ হয় । তাই বিস্তারকে ছোটো করে সারে স্থিত হওয়ার অভ্যাস করো –– এরফলে অন্য আত্মাদের এক সেকেন্ডে সমস্ত জ্ঞানের সার অনুভব করাতে পারবে ।

স্লোগান :- নিজের বৃত্তিকে শক্তিশালী বানাও তাহলে সেবায় তত্ক্ষণাৎ বৃদ্ধি হবে ।